দৈনিক বাংলা

076

তারিখ 17 JUL 1987

পৃষ্ঠা ... ৫ ...

৩২শে আষাঢ় ১৩৯৪ বং

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : শুক্রবার, ৩২শে আষাঢ়, ১৩৯৪ : ১৭ই জুলাই, ১৯৮৭

ক্যাম্পাসে রক্তপাত

মৃত্যু আবারও ছোবল হানলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। গুলিতে দুইজন ছাত্র আর একজন রিকশাচালকের মৃত্যু ঘটেছে। আহতদের একজন মৃত্যুর সাথে লড়ছেন। হিংসার এই উন্মত্ত প্রকাশে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ—পরীক্ষা স্থগিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণঘাতী এ সংঘাতের পর একে অন্যকে দায়ী করে অভিযোগ করেছেন। এর কোথায় সত্য আছে কিংবা অভিযোগের পালায় শেষ আছে, আমরা জানি না। এ সময়ে সবার মন জুড়ে একটাই জিজ্ঞাসা আর কতদিন? শিক্ষা সে তো এমনিতেই শিকায় উঠেছে, এর ওপর এখন যদি শিক্ষার্থীরা হয় কামানের খোরাক, কোন পরিণতি আমাদের?

শিক্ষাঙ্গনে শৃংখলার পুনর্বাসন, সেসনজট অপনোদন প্রভৃতি প্রয়াস যখন জনমনে কিছুটা আশা আর আস্থা ফিরিয়ে আনছিল ঠিক সেই মুহূর্তে হিংসার বেদনাদায়ক আত্মপ্রকাশ এক নিমিষে ছিনিয়ে নিলো আশা। জীবন নিয়ে সংশয় দেখা দিলে শিক্ষা নিয়ে মাথা ঘামানোর অবকাশ থাকার কথা নয়। শংকিত গণমানুষের কাছে কে দায়ী এর চেয়ে বড় জিজ্ঞাসা সন্তানের জীবনের নিশ্চয়তা আসবে আর কতো দিনে?

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এ পরিস্থিতিতে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচানোর আবেদন জানিয়েছেন সকল দল আর জনসাধারণের প্রতি। সমিতি বর্তমান ঘটনায় গভীর উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠাও প্রকাশ করেছেন। সর্বনাশের শেষ ধাপে পৌঁছালেও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা জেগে থাকে। এতে তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই। অভিভাবকের অনুভূতি দিয়ে শিক্ষকদের মর্মযাতনা অনুধাবনেও কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় হত্যার পরিসংখ্যান পুনরুল্লেখ করে দুঃখ বাড়ানোর আগ্রহ আমাদের নেই। তবে ঘটনাবলী যারা অনুসরণ করে আসছেন তাদের সহজেই মনে পড়বে আজকের এই যুদ্ধক্ষেত্র পরিস্থিতি একদিনে জন্ম নেয়নি। হিংসাই-হিংসার ইন্ধন এবং স্বয়ং-বিস্তার ক্ষমতার অধিকারী। সূচনা লগ্নের প্রশ্রয় কিংবা উপেক্ষা আজ তাকে সর্বগ্রাসী অবয়ব দিয়েছে।

জানি এসব প্রশ্ন হতাশাই ছড়াবে। তবু এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। তবে সাধ্যের অতীত বলে হাতগুটিয়ে বসে থাকার বিষয় এ নয় বলেই দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে কাউকে এগিয়ে আসতেই হবে। আর সেই এগিয়ে আসাই আমাদের শেষ ভরসা।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ তথা অস্তিত্বের প্রতি হুমকী হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাপের যে পাহাড় জমে উঠেছে তাতে কমবেশি সকলেই অংশীদার—হোক সে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ। এ মুহূর্তের দাবী সম্মিলিতভাবে দায় স্বীকার করে নিয়ে প্রতিকারের পথে এগিয়ে আসার। আর এ দাবী পূরণের পথ একটাই—জনমত সৃষ্টি। আমরা আমাদের সন্তানদের আর শোচনীয় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবো না, এ প্রতিজ্ঞা যদি প্রতিষ্ঠা পায় প্রতিটি মনে, কেবল তখনই সম্ভব অভিষ্ট লক্ষ্যের বাস্তবায়ন।

কুত্রিত হিংসা আজ তার উৎসকে ছাপিয়ে গেছে এমন মনে করার কারণ আছে। জাগ্রত জনমতই কেবল তাই তাকে বশে আনতে পারে। জনমত ও সামাজিক প্রতিরোধ সৃষ্টিতে সবাই তৎপর হলে আমরা বিশ্বাস করি, আশার কিছু অবশেষ এখনও ফিরে পাওয়া সম্ভব।